তারিখ 19 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

// এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা \\

চার কারণে ভালো ফল

মুসতাক আহমদ

চার কারণে এবার এইচএসসি পরীক্ষার ফল ভালো হয়েছে। গত বছরের চেয়ে জিপিএ-৫সহ মোট পাসের হার বেড়েছে। তবে ইংরেজি, পদার্থ, রসায়ন ও হিসাববিজ্ঞানে শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক খারাপ করেছে। এসব বিষয় আরেকটু ভালো হলে সার্বিক ফলে আরও ইতিবাচক প্রভাব পড়ত।

বেড়েছে পাসের হার ও জিপিএ-৫

যশোর বোর্ডের ফল সারা দেশের চিত্র পাল্টে দিয়েছে

ইংরেজি ও বিজ্ঞানের দুর্বলতা কাটেনি

গ্রাম ও শহরের বৈষম্য কমছে না

শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা এবং ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যশোর বোর্ডে গত বছরের ইংরেজিতে ফেল করা ৩০ হাজার শিক্ষার্থী এবার ভালো করেছে। এর প্রভাবে সারা দেশের ফলের চিত্রই পাল্টে গেছে। পাশাপাশি যোগ হয়েছে পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতির সুফল। গত বছরের তুলনায় এবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে পাসের হার ভালো। এক বছরের বেশি সময় ধরে বিরাজমান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও শিক্ষার্থীদের ভালো ফলের জন্য সহায়ক হয়েছে। তবে সিলেটে ইংরেজিতে ফেলের পরিসংখ্যান বোর্ডটির সার্বিক ফলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া রাজশাহী বোর্ডের শিক্ষার্থীরাও গত ৬ বছরের মধ্যে খারাপ ফল করেছে।

■ পৃষ্ঠা ১৮ : কলাম ১

চার কারণে ভালো ফল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্লেষকরা বলছেন, এবারের এইচএসসির ফল তিনটি বার্তা দিয়ে গেছে। তা হচ্ছে, শিক্ষার মান ও পাসের হারে গ্রাম-শহরের বৈষম্য এখনও বিদ্যমান। শিক্ষার্থীরা ইংরেজি এবং বিজ্ঞানে দুর্বলতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আবহমানকাল ধরে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর দুর্বল বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ বাড়ানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সাফল্য দেখানো গেলেই এবং গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বাড়তি নজর দেয়া হলে পাসের হার ও শিক্ষার মান বাড়বেই।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ প্রসঙ্গে বলেন, একটি ভালো ফলের জন্য পাসের হার, জিপিএ-৫ প্রাপ্তিসহ যে ক'টি সূচক বিবেচনা করা হয়, তার সবক'টিই এবার ইতিবাচক। গত বছর প্রথমবারের মতো আইসিটি বিষয় ছিল। তাতে শিক্ষার্থীরা খারাপ করেছে। এবার বিষয়টিতে ভালো করেছে শিক্ষার্থীরা। গত বছর ১২ বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন হয়েছিল। এবার ১৯ বিষয়ে নতুন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়েও ভালো করেছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের কিছু বিষয়ে দুর্বলতা আছে। বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে উদ্বেগ ছিল। ইংরেজি-গণিতেও একই অবস্থা। সেজন্য একটি প্রকল্পের মাধ্যমে মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশি বেতনে শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। কঠিন বিষয়ে বাড়তি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলই আমরা পাচ্ছি। গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার ৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে। আগামীতে হয়তো আমাদের ছেলেমেয়েরা আরও ভালো করবে।

এ বছর এইচএসসি, আলিম ও এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষায় মোট পাসের হার ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল ৬৯ দশমিক ৬০ শতাংশ। এবার পাসের হার বেড়েছে ৫ দশমিক ১০ শতাংশ। পরীক্ষায় মোট অংশ নিয়েছে ১২ লাখ ৩ হাজার ৬৪০ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৮ লাখ ৯৯ হাজার ১৫০ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪২ হাজার ৮৯৪ জন। সেই হিসাবে এবার জিপিএ-৫ বেড়েছে ১৫ হাজার ৩৮২ জন।

ফেল করা শিক্ষার্থীদের প্রভাব : ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫তে সারা দেশে পাসের হার কমেছিল ৯ শতাংশ। এর দায় পড়েছিল যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওপর। ২০১৪ সালে এই বোর্ডে পাসের হার ছিল ৬০ দশমিক ৫৮ শতাংশ। ২০১৫ সালে পাসের হার দাঁড়ায় ৪৬ দশমিক ৪৫ শতাংশে। এর কারণ ছিল, ইংরেজিতে ৪৯ শতাংশ শিক্ষার্থীর ফেল। এবার ওই বোর্ডে এক বিষয়ে ফেল করা ৩০ হাজার ২৫৭ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের প্রত্যেকেই ভালো করেছে। যে কারণে এবার যশোর বোর্ডে পাসের হার গত বছরের চেয়ে প্রায় ৩৭ শতাংশ বেড়ে ৮৩ দশমিক ৪২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মজিদ বলেন, গত বছর এক বিষয়ে ফেল করা শিক্ষার্থীদের কারণে যশোর বোর্ডের পাসের হার কমে যায়। এটা সারা দেশ নাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার এক বিষয়ে ফেল করা ৩০ হাজার শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভালো করেছে। এটাই যশোর বোর্ডের ৩৭ শতাংশ বেশি পাসের নেপথ্য কারণ।

ঘুরে দাঁড়ানো আইসিটি : গত বছর প্রথমবারের মতো আইসিটি বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ছিল না। অন্য বিষয়ের শিক্ষকরা ক্লাস নিয়েছেন। এ বিষয়ে ব্যবহারিকেরও সুযোগ ছিল না। এমনি নানা কারণে গত বছর এই বিষয়ে ভালো পরীক্ষা দেয়নি শিক্ষার্থীরা। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবার আইসিটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে গেছে। ফলে এ বিষয়ে পাসের হার দাঁড়িয়েছে গড়ে ৯০ শতাংশ। আইসিটিতে সবচেয়ে ভালো করেছে যশোর বোর্ডের শিক্ষার্থীরা। পাসের হার ৯৬। খারাপ করেছে কুমিল্লা, পাসের হার ৮৫ শতাংশ।

সৃজনশীলে উন্নতি : গত বছর ১২ বিষয়ের সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এবার ১৯ বিষয়ে ৩৬ পত্রের প্রশ্ন হয় এই পদ্ধতিতে। শিক্ষামন্ত্রী এই বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীরা ভালো আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতিতে আগের তুলনায় এবার বেশি পত্রে পরীক্ষা হয়েছে। পাসের হারও বেড়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, সৃজনশীলের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে ফলাফলে।

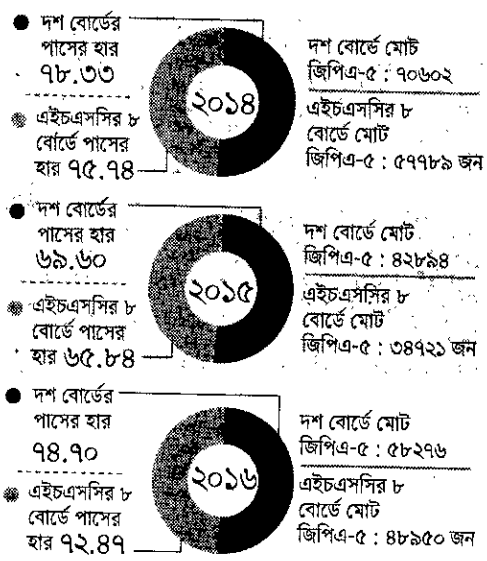

তিন বোর্ডের খারাপ ফল : সিলেট, মাদ্রাসা এবং কারিগরি বোর্ডে এবার ফল তুলনামূলক খারাপ। বিশেষ করে ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফল সিলেটে। ২০১২ সালে এই বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮৫ দশমিক ৩৭। ২০১৫ সালে ছিল ৭৪ দশমিক ৫৭। এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ৬৮ দশমিক ৫৯। শুধু পাসের হার নয়, এবার জিপিএ-৫-এর সংখ্যাও গত পাঁচ বছরে সর্বনিম্ন। কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে, নতুন ৬টি সৃজনশীল বিষয় এবং ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতা দায়ী। এ প্রসঙ্গে বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কামাল আহমদ চৌধুরী বলেন, সৃজনশীল বিষয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা ভালো করতে পারেনি। বিশেষ করে ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে সাড়ে ১২ হাজার শিক্ষার্থী। এতে পাসের হার কমেছে।

মাদ্রাসা বোর্ডে এবার পাসের হার কমেছে ২ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল ৯০ দশমিক ১৯ শতাংশ। এবার তা ৮৮ দশমিক ১৯ শতাংশ। এই বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা যুগান্তরকে বলেন, পদার্থ এবং আইসিটি বিষয়ই ডুবিয়েছে। আইসিটিতেও গত বছরের চেয়ে পাসের হার ৪ শতাংশ কম। পদার্থ বিজ্ঞানে ৯৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এবার কমে ৯৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কারিগরি বোর্ডেও এবার পাসের হার কমেছে।

ইংরেজিতে ফেল ১৩ শতাংশ, বিজ্ঞান-হিসাববিজ্ঞানেও খারাপ : বোর্ডের বিষয়ভিত্তিক ফলাফলে দেখা যায়, আগের মতোই ইংরেজি এবং বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীরা খারাপ করেছে। এবার ইংরেজিতে ১৩ শতাংশের বেশি ফেল করেছে। কারিগরি বাদে আর কোনো বোর্ডেই এই বিষয়ে পাসের হার ৯০ শতাংশের ঘর ছুঁতে পারেনি। ঢাকা বোর্ডে ইংরেজিতে পাসের হার ৮৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ। এই বিষয়ে সবচেয়ে খারাপ করেছে সিলেট বোর্ড। পাসের হার ৭৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ। সাধারণ বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে ভালো করেছে যশোর, ৮৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ শিক্ষার্থীই পাস।

পদার্থ ও রসায়নের ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, সব বোর্ডে পদার্থ বিজ্ঞানে পাসের হার গড়ে মাত্র সাড়ে ৮৯ শতাংশ। রসায়নে গড় পাসের হার ৯৩ শতাংশ।

অপরদিকে হিসাববিজ্ঞানে পাসের হার মাত্র ৮৭ শতাংশ। অথচ এসব বিষয়ে পাসের হার বাড়লে সার্বিক পাসের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ত।

রাজধানীর একটি বেসরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক বদরুল ইসলাম বলেন, মফস্বলের বেশির ভাগ কলেজে ইংরেজি, হিসাববিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে দক্ষ শিক্ষকের অভাব আছে। যদি ওই কলেজের শিক্ষার্থীরা ভালো শিক্ষক পেত, তবে তারা আরও ভালো করত।

শহর-গ্রামে বৈষম্য : ফলাফলে সবচেয়ে বড় বার্তা পাওয়া যায় শহর-গ্রামে পাসের হারে বৈষম্যে। এবার সবমিলিয়ে সারা দেশে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ২৭৬ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু তাদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডেই পেয়েছে ২৮ হাজার ১১০ জন। বাকি ২০ হাজার পেয়েছে ৯ বোর্ডের শিক্ষার্থীরা। এতেই প্রমাণিত হয়, শহর-গ্রামে শিক্ষার মানে আগের মতোই বৈষম্য রয়েছে। শিক্ষার মানের অন্যান্য সূচকও গ্রামের পক্ষে নয়। বিষয়ভিত্তিক পাসের হারও অন্য বোর্ডে তুলনামূলক কম। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ কথা অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, ভালো কলেজগুলো বেশির ভাগই ঢাকায় অবস্থিত। সারা দেশে এসএসসিতে যারা ভালো করে, তাদের অনেকেই ঢাকায় ভর্তি হয়। যে কারণে এইচএসসি পর্যায়ে ভালো ফল এবং জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঢাকায় বেশি। তবে এ বিষয়ে নজর দিয়ে মন্ত্রণালয় পলিসি নির্ধারণ করবে বলে জানান মন্ত্রী।

মাদ্রাসায় চার পত্রের বাংলা-ইংরেজি : প্রথমবারের মতো এবার বাংলা ও ইংরেজিতে দুই পত্র করে চার পত্র পরীক্ষা দিয়েছে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। ১৯৮৬ সালে আলিম স্তর এইচএসসির মান অর্জনের পর থেকে ইংরেজি এবং বাংলায় এক পেপার করে পরীক্ষা ছিল। মূলত মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো বিষয়ে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। তাদের এ বঞ্চনা থেকে রক্ষা করতে সরকার এবার থেকে চার পেপার পরীক্ষা নিয়েছে। এটি মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে মনে করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা।

এবার নম্বরও পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা : গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের পর শিক্ষার্থীরা মোট প্রাপ্ত নম্বর জানতে পারত না। এবার জিপিএ'র পাশাপাশি ছাত্রদের বিষয়ভিত্তিক নম্বর দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা অনলাইনে সৃজনশীল, নৈর্ব্যক্তিক এবং ব্যবহারিকের আলাদা নম্বর পেয়েছে। পেয়েছে মোট প্রাপ্ত নম্বরও।

ফল সংক্ষেপ : এবার পরীক্ষায় মোট অংশ নিয়েছে ১২ লাখ ৩ হাজার ৬৪০ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে ৮ লাখ ৯৯ হাজার ১৫০ জন। পাসের হার ৭৪.৭০ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল ৬৯.৬০ শতাংশ। পাসের হার বেড়েছে ৫.১০%। ১০ বোর্ডে এবার মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। গত বছর ছিল ৪২,৮৯৪ জন। জিপিএ-৫ বেড়েছে ১৫,৩৮২ জন।

এর মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ১০ লাখ ৭ হাজার ৫৩ জন। পাস করেছে ৭,২৯,৮০৩ জন। ৮ বোর্ডে পাসের হার ৭২.৪৭ শতাংশ। গত বছর ছিল ৬৫.৮৪ শতাংশ। বেড়েছে ৬.৬৩ শতাংশ। এবার ৮ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ৪৮,৯৫০ জন। গত বছর ছিল ৩৪ হাজার ৭২১ জন। এবার বেড়েছে ১৪,২২৯ জন। ঢাকা বোর্ডের অধীন এবার বিদেশের ৭ কেন্দ্রে এইচএসসিতে অংশ নেয় ২৪৮ জন। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ২৩২ জন। পাসের শতকরা হার ৯৩.৫৫। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৩ জন।

মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাদ্রাসা বোর্ডে আলিমে অংশ নেয় ৮৯,৬০৩ জন। পাসের হার ৮৮.১৯%। গত বছর ছিল ৯০.১৯%। কারিগরি বোর্ডে অংশ নিয়েছে ১,০২,২৪৮ জন পরীক্ষার্থী। পাস করেছে ৮৬,৪৬৯ জন। পাসের হার ৮৪.৫৭%, গত বছর ছিল ৮৫.৫৮%।

ফল পুনঃনিরীক্ষা : মোবাইল অপারেটর টেলিটক থেকে আগামী ১৯ থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করা যাবে। ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করতে RSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে বিষয় কোড লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে।

ফিরতি এসএমএসে ফি বাবদ কত টাকা কেটে নেয়া হবে তা জানিয়ে একটি পিন নম্বর দেয়া হবে। আবেদনে সম্মত থাকলে RSC লিখে স্পেস দিয়ে YES লিখে স্পেস দিয়ে পিন নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে যোগাযোগের জন্য একটি মোবাইল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। প্রতিটি বিষয় ও প্রতি পত্রের জন্য দেড়শ' টাকা হারে চার্জ কাটা হবে। যেসব বিষয়ের দুটি পত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) রয়েছে যেসব বিষয়ের ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করলে দুটি পত্রের জন্য মোট ৩০০ টাকা ফি কাটা হবে। একই এসএমএসে একাধিক বিষয়ের আবেদন করা যাবে। এক্ষেত্রে বিষয় কোড পর্যায়ক্রমে 'কমা' দিয়ে লিখতে হবে।